জনকণ্ঠ

তারিখ 2:8 DEC 1996
পৃষ্ঠা - ১২ কলাম - ৫

রাজধানীর প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ শুরু

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজধানীর নামীদামী প্রাথমিক স্কুলে শুরু হয়েছে ভর্তিযুদ্ধ। কোমলমতি শিশু-কিশোররা শিক্ষা জীবনের প্রথম স্তরে পা রাখার জন্য অবতীর্ণ হচ্ছে এ যুদ্ধে। গাইডের পর গাইড মুখস্থ করে, অভিভাবক ও প্রাইভেট টিউটরের দেয়া গাইড লাইনের বোঝা মাথায় নিয়ে তারা ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে একাধিক প্রাইমারি স্কুলে। সব অভিভাবকের টার্গেট সন্তানকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করা। এ টার্গেট পূরণ করতে তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। ছোটমণিকে সাথে নিয়ে অভিভাবকদের এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে ছোটাছুটির দৃশ্য এখন রাজধানীতে নিত্যদিনের চিত্র।

জানা যায়, রাজধানীর তিন শতাধিক সরকারী ও অর্ধশতাধিক বেসরকারী প্রাইমারি স্কুলে এবারও ভর্তি সঙ্কুলান হবে না। বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে ভর্তি করাবেন কিন্ডারগার্টেনে। প্রাইমারি স্তরে ভর্তি সঙ্কট নিরসনে প্রায় পাঁচ শ' কিন্ডারগার্টেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা আর্থিক কারণে এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। তাদের জন্য বিকল্প পথ– হয় এক বছর ঘরে বসে থেকে আবারও ভর্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া, না হয় কোন অখ্যাত প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করা।

প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে এসব শ্রেণীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কম। তাছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীতে আসনসংখ্যা তেমন খালি নেই বলে জানা গেছে।

একটি ভাল স্কুলে ভর্তির আশায় রাজধানীর অধিকাংশ ঘরে ঘরে চলছে ভর্তি পরীক্ষার তুমুল প্রস্তুতি। কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়েছেন অনেক অভিভাবক। প্রাইভেট টিউটরের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। গাইড বইয়ের স্তূপবেষ্টিত হয়ে আছে সোদন হাটতে ও কথা বলতে শেখা ছোট শিশুটি। তাকে পড়ায় মনোযোগী করার জন্য কত ধরনের আশ্বাসই না দেয়া হচ্ছে। ডোনেশনের টাকা নিয়ে প্রস্তুত উচ্চবিত্ত অভিভাবক। প্রভাবশালী অভিভাবক নিজে অথবা অন্যের মাধ্যমে মোক্ষম সময়ে টেলিফোন তদ্বিরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। সব প্রস্তুতির একটিই কারণ, একটিই উদ্দেশ্য—তা হচ্ছে নামকরা স্কুলে সোনার হরিণতুল্য একটি আসনে নিজ সন্তানকে ভর্তি করা।

জানা যায়, রাজধানীতে নামীদামী স্কুলের সংখ্যা বড়জোর ২০ থেকে ২৫টি। এর মধ্যে অভিভাবকদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় ৫/৬টি স্কুল। ছাত্রীদের ভর্তির জন্য অভিভাবকরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ভিকারুন্নিসা নুন সরকারী স্কুল, হলিক্রস স্কুল প্রভৃতি। ভিকারুন্নিসা স্কুলের ধানমন্ডি শাখায়ও বেইলী রোডের মূল স্কুলে এবার প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে পাঁচ শ' ছাত্রী। এই পাঁচ শ' আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ৬ হাজার ৬শ' ৫৮টি। অর্থাৎ প্রতি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১৩ জনেরও বেশি ছাত্রী। গত ১৯ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সর্বশেষ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাস শুরু হবে ১১ জানুয়ারি। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে ২২ ডিসেম্বর থেকে। আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত ফরম বিক্রি চলবে। এ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ৮০টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৮০টি, তৃতীয় শ্রেণীতে ৯০টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩০টি, পঞ্চম শ্রেণীতে ৩৫টি, সপ্তম শ্রেণীতে ৬৫টি, অষ্টম শ্রেণীতে ৬০টি ও নবম শ্রেণীতে ৫৫টি আসন খালি আছে। প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা ৩ জানুয়ারি, ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পরীক্ষা ৫ জানুয়ারি এবং ৩য়, ৫ম ও ৭ম শ্রেণীর পরীক্ষা ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৯ জানুয়ারি। এ স্কুলে শতকরা ১৫ ভাগ আসনে ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করা হবে বলে জানা গেছে।